সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮০
WEEKLY BOOKLET:380

"গীবতের ধ্বংসলীলা" থেকে ৫২টি মাদানী ফুল



শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"গীবতের ধ্বংসলীলা" থেকে ৫২টি মাদানী ফুল[১]

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি একবার দরূদে পাক পাঠ করলো, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার প্রতি দশবার দরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার প্রতি একশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর যে আমার প্রতি একশতবার দরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, সে নিফাক তথা মুনাফেকি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদিস: ২৭৩৫)

মুশকিল জু সর পে আ'পড়ি তেরে হি নাম সে টলি
মুশকিল কোশা হে তেরা নাম তুঝ পর দুরূদ অর সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **"গীবত কি তাবাকারিয়া"** থেকে কিছু হাদিসে মুবারাকা এবং বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী সমগ্র কিতাব থেকে সংগৃহিত হয়েছে।

www.dawateislami.net

(১) এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব

একদা হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি আপন ভাইকে নেকীর আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়, তার প্রতিদান কী? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আমি তার প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ: ৪৮) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ৩৪)

(২) ক্ষমা প্রদানকারী আমল

"তাফসীরে রুহুল বয়ান" এ এই হাদিসে কুদসী রয়েছে: যে ব্যক্তি একবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কে সূরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে (অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত) পাঠ করলো, তবে তোমরা সাক্ষী হয়ে যাও যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, তার সমস্ত নেকী কবুল করলাম এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি তার জিহ্বাকে কখনো জ্বালাবো না আর তাকে কবরের আযাব, দোযখের আযাব, কিয়ামতের আযাব এবং মন্দ ভয় থেকে মুক্তি প্রদান করবো। **(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১/৯)** মিলানোর আরও কয়েকটি সহজ পদ্ধতি দেখে নিন: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْ-مِلْ-حَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করুন। **(গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ৩৭)**

(৩) ৪টি উপদেশ

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি লেবাননের এক পাহাড়ে কিছু আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام সাহচর্যে ছিলাম,

www.dawateislami.net

তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাকে এই অসিয়ত করেন যে, যখন মানুষের মাঝে যাবে, তবে তাদেরকে এই চারটি বিষয়ে উপদেশ দিও: (১) যে পেট ভর্তি করে খাবে, তার ইবাদতের স্বাদ নসিব হবে না। (২) যে অধিক ঘুমাবে, তার বয়সে বরকত হবে না। (৩) যে শুধুমাত্র মানুষের সন্তুষ্টি চাইবে, সে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির প্রতি নিরাশ হয়ে যাবে। (৪) যে গীবত ও অনর্থক কথাবার্তা বেশি বলবে, সে ইসলাম ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে না। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৯৮) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ৪৬)**

(৪) মুসলমানকে অপমান করা কবিরা গুনাহ

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে অপমান করা কবিরা গুনাহ।

(আবু দাউদ, ৪/৩৫৩, হাদিস: ৪৮৭৭) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ৫৮)

(৫) জাহান্নামের উপর হারামকৃত চক্ষু

আল্লাহ পাক হযরত মুসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: "হে মুসা! আমি তিন প্রকারের চোখকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছি; (১) ঐ চোখ, যা আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়, (২) ঐ চোখ, যা আল্লাহ পাক কর্তৃক হারামকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকে আর (৩) ঐ চোখ, যা আমার ভয়ে কান্নাকাটি করে এবং অশ্রু ছাড়া প্রতিটি বস্তুর জন্য একটি করে প্রতিদান রয়েছে আর অশ্রুর প্রতিদান রহমত, মাগফিরাত এবং জান্নাতে প্রবেশ করা ব্যতীত আর কিছু নয়।"

(বাহরুদ্দুমু, পৃ: ১৭২) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ৭৭)

www.dawateislami.net

(৬) তুমি জান্নাতে আমার সাথে থাকবে

এক ব্যক্তি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি শুধুমাত্র এক মাস রোযা রাখি, এরচেয়ে বেশি রাখি না এবং শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি এরচেয়ে বেশি পড়ি না এবং আমার সম্পদে যাকাত ফরয হয়নি এবং আমার উপর হজ্ব ও ফরয হয়নি আর আমি নফল হজ্বও করি না, আমি মৃত্যুর পর কোথায় যাবো? রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হেসে ইরশাদ করলেন: তুমি জান্নাতে আমার সাথে থাকবে, যদি তুমি তোমার অন্তরকে দু'টি বিষয় অর্থাৎ খেয়ানত ও হিংসা থেকে বাঁচানো এবং তোমার জিহ্বাকে দু'টি বিষয় অর্থাৎ গীবত ও মিথ্যা থেকে এবং দু'টি বিষয় থেকে চক্ষুদ্বয়কে বাঁচাও অর্থাৎ যেদিকে তাকানো আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন, সেদিকে দেখবে না এবং কোন মুসলমানের দিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনোভাব নিয়ে দেখবে না। **(কু'তুল কুলুব, ১/৪৩৩) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ৭৮)**

(৭) প্রত্যেক শোনা কথা বলে বেড়ানো ব্যক্তি

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বানীটি মনে মনে পূনরাবৃত্তি করুন: "كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ" অর্থাৎ কোন মানুষ মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে প্রত্যেক শোনা কথা (যাচাই-বাচাই না করে) বলে বেড়ায়। **(মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম, পৃ: ০৮, হাদিস: ৭) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ৯১)**

(৮) ভালোবাসার চোর থেকে বেঁচে থাকো

বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: জ্ঞানের শত্রু এবং ভালোবাসার চোরদের থেকে বেঁচে থাকো! এই চোরেরা অশ্লিল বক্তা ও

www.dawateislami.net

পরনিন্দাকারী এবং চোর তো সম্পদ চুরি করে থাকে আর তারা (গীবত ও পরনিন্দাকারীরা) মানুষের ভালোবাসা চুরি করে।

(আল মুস্তাতারাফ, ১/১৫১) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ৯৪)

(৯) মৃত্যুর এক বছর পূর্বে

উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত যে, যখন আল্লাহ পাক কোন বান্দার সাথে মঙ্গলের ইচ্ছা পোষণ করেন, তবে তার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন, যে তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে থাকে, এক পর্যায়ে সে কল্যাণের উপর মৃত্যুবরণ করে আর লোকেরা বলে: অমুক ব্যক্তি ভালো অবস্থায় মারা গেছে। যখন এরূপ সৌভাগ্যবান এবং নেককার ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তার প্রাণ দ্রুত বের হয়ে যেতে চায়, তখন সে আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাত করাকে পছন্দ করে এবং আল্লাহ পাক তার সাথে সাক্ষাত করাকে (পছন্দ করেন)। যখন আল্লাহ পাক কারো অমঙ্গল কামনা করেন, তখন মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে একজন শয়তান তার উপর চাপিয়ে দেন, সে তাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে, এক পর্যায়ে সে তার খারাপ অবস্থায় মারা যায়, তার নিকট যখন মৃত্যু আসে তখন তার প্রাণ আটকে যেতে থাকে, তখন সেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাত করাকে পছন্দ করে না আর আল্লাহ পাক তার সাথে সাক্ষাত করাকে (অপছন্দ করেন)।

(মাওসুআতু লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৪৪৩, হাদিস: ১৫৭) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ৯৬)

(১০) ১০০জন হুর

এক বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহ পাকের ইবাদত করেন, একবার দোয়া করলেন: হে আল্লাহ পাক! তোমার রহমতে আমি

www.dawateislami.net

জান্নাতে যা কিছু পাবো, তার কিছু ঝলক দুনিয়াতেও দেখিয়ে দাও, এখনো দোয়ারত ছিলেন হঠাৎ মেহরাব বিদীর্ণ হয়ে গেলো এবং তা থেকে একজন সুন্দরী লাবণ্যময়ী হুরের আগমন ঘটলো, সে বলতে লাগলো যে, তোমাকে জান্নাতে আমার মতো একশত জন হুর প্রদান করা হবে, যাদের প্রত্যেকের একশ করে খাদিমা থাকবে আর প্রত্যেক খাদিমার একশ করে দাসী থাকবে আর প্রত্যেক দাসীর জন্য একশ করে ব্যবস্থাপক থাকবে। এ কথা শুনে সেই বুযুর্গ আন্দোলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কেউ কি জান্নাতে আমার চেয়েও বেশি পাবে? উত্তর এলো: এটাতো ঐ সকল সাধারণ জান্নাতীই লাভ করবে, যারা সকাল সন্ধ্যা اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيم পাঠ করে থাকে।

(রওদুর রায়াহীন, পৃ: ৫৫) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১০১)

(১১) প্রকৃত মুসলমান কে?

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (প্রকৃত) মুসলমান হলো সে, যার জিহ্বা ও হাত দ্বারা অন্য কোন মুসলমান কষ্ট পায় না আর (প্রকৃত) মুহাজির হলো সে, যে ঐসব বিষয়াদি ত্যাগ করে, যা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন।

(বুখারি, ১/১৫, হাদিস: ১০) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১০৩)

(১২) অসহায় কে?

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরামগণ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ আরয করলেন: আমাদের মধ্যে নিঃস্ব (অর্থাৎ গরীব, মিসকিন) হলো সেই, যার নিকট না কোন দিরহাম আছে আর না কোন সম্পদ। তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার

www.dawateislami.net

উম্মতের মধ্যে সেই হচ্ছে নিঃস্ব, যে কিয়ামত দিবসে নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে আসবে কিন্তু সে হয়ত অমুককে গালি দিয়েছিলো, অমুকের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছিলো, অমুকের সম্পদ আত্মসাৎ করেছিলো, অমুককে হত্যা করেছিলো অথবা অমুককে মারধর করেছিলো। ব্যস (এসব গুনাহের বিনিময়ে) তার নেকীসমূহ তাদের সকলকে ভাগ করে দেয়া হবে। যদি তার দায়িত্বে থাকা হক প্রাপ্তদের হক আদায়ের পূর্বে তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে।

(মুসলিম, পৃ: ১০৬৯, হাদিস: ৬৫৭৯) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১০৮)

(১৩) ক্ষমা করার মহান ফযিলত

কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, যাদের প্রতিদান আল্লাহ পাকের দায়িত্বে রয়েছে, তারা যেন উঠে দাঁড়ায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে নেয়। জিজ্ঞাসা করা হবে, কাদের জন্য এই প্রতিদান? বলা হবে: "ঐ সকল লোকদের জন্য, যারা ক্ষমা প্রদর্শনকারী।" তখন হাজার হাজার লোক উঠে দাঁড়াবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মু'জামুল আওসাত, ১/৫৪২, হাদিস: ১৯৯৮) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১১১)

(১৪) জান্নাত লাভের ৩টি ব্যবস্থাপত্র

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি বিষয় যেই ব্যক্তির মাঝে থাকবে, আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) তার হিসাব অতি সহজভাবে নিবেন এবং তাকে (স্বীয় রহমত দ্বারা) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই বিষয়গুলো কী? ইরশাদ করলেন: (১) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে,

www.dawateislami.net

তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো (২) যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে প্রদান করো এবং (৩) যে তোমার উপর অত্যাচার করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। **(মু'জামুল আওসাত, ১/২৬৩, হাদিস: ৯০৯) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১১২)**

(১৫) অন্তরের কালো দাগ

হাদিসে মুবারাকায় এসেছে: যখন কোন মানুষ গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়, যখন দ্বিতীয়বার গুনাহ করে তখন আরেকটি কালো দাগ পড়ে যায়, এক পর্যায়ে তার অন্তর কালো হয়ে যায়, ফলে কল্যাণের কথা তার অন্তরে রেখাপাত করে না।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৮/৪৪৬) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১১৫)

(১৬) কারো দুঃখ দুর্দশা দেখে খুশি হইও না

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমার ভাইয়ের কষ্টে আনন্দ প্রকাশ করো না, কেননা আল্লাহ পাক তার প্রতি সদয় হবেন এবং তোমাকে তাতে পতিত করে দিবেন।

(তিরমিযী, ৪/২২৭, হাদিস: ২৫১৪) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১১৯)

(১৭) মু'মিনদের উপর তিনটি দয়া করো!

হযরত ইয়াহিয়া বিন মুয়ায রাযী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: তোমাদের দ্বারা যদি মু'মিনরা তিনটি উপকার লাভ করে তবে তোমরা মুহসিন (অর্থাৎ দয়াকারী) এর মধ্যে গণ্য হবে; (১) যদি তাদের উপকার করতে না পারো, তবে তাদের অপকারও করো না (২) তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারো তো অসন্তুষ্ট করো না (৩) তাদের প্রশংসা করতে না পারো তো তাদের দুর্নামও করো না। **(তামবিহুল গাফেলিন, পৃ: ৮৮) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৫৩)**

www.dawateislami.net

(১৮) তিনটি কাজ করতে না পারলে তবে এভাবে করে নাও

জনৈক জ্ঞানীর উক্তি হলো যে, যদি তিনটি কাজ করতে না পারো, তবে তিনটি কাজ এভাবে করে নাও; (১) যদি কল্যাণ সাধন করতে না পারো, তবে অনিষ্ট করা থেকেও বিরত থাকো (২) যদি মানুষকে উপকৃত করতে না পারো, তবে কষ্টও দিও না (৩) যদি নফল রোযা রাখতে না পারো, তবে (গীবত করে) মানুষের মাংসও খেয়ো না।

(তামবিহুল গাফেলিন, পৃ: ৮৯) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১২০)

(১৯) যা নিজের জন্য পছন্দ করবে তা অপরের জন্য করো

হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার আলোচনা এভাবে করো যেভাবে তোমার অনুপস্থিতিতে তুমি তোমার আলোচনা হওয়া পছন্দ করো।

(তামবিহুল মুগতাররিন, পৃ: ১৯২) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১২০)

(২০) আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনার শিকার

হযরত বাকার মুযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তোমরা কোন মানুষকে দেখবে যে, সে মানুষের দোষ-ত্রুটির মুখপাত্র সেজেছে (অর্থাৎ সকলের কুৎসা রটাচ্ছে এবং গীবত করে বেড়াচ্ছে) তবে জেনে নাও যে, সে আল্লাহ পাকের শত্রু এবং আল্লাহ পাকের গোপন ব্যাবস্থাপনার শিকার হয়েছে। **(তামবিহুল মুগতারবিন, পৃ: ১৯৭) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১২৭)**

www.dawateislami.net

(২১) গুনাহের কারণে লজ্জিত করা

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন গুনাহের জন্য লজ্জা দিলো, যা থেকে সে তাওবা করে নিয়েছে, তবে মৃত্যুর পূর্বে সে নিজেও সেই গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে।

(তিরমিযী, ৪/২২৬, হাদিস: ২৫১৩) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১২৯)

(২২) যে বেশি কথা বলে সে ভুলও বেশি করে

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জিহ্বার হিফাযত করাতে নেক আমল সমূহ সংরক্ষিত থাকে, কেননা যে ব্যক্তি জিহ্বার লাগাম ধরে রাখে না, সর্বদা বকবক করতে থাকে, সে সাধারণত মানুষের গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৬৫)** প্রসিদ্ধ প্রবাদ হলো: مَنْ كَثُرَ لَغَطُهٗ كَثُرَ سَقَطُهٗ অর্থাৎ যে বেশি কথা বলে, সে বেশি ভুল করে। **(গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৩৩)**

(২৩) জান্নাতী প্রাসাদ লাভ করার ব্যবস্থাপত্র

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (সম্পূর্ণ সূরা) ১০বার পাঠ করলো, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যে ব্যক্তি ২০বার পাঠ করলো, তার জন্য দু'টি ঘর নির্মাণ করেন, যে ৩০বার পাঠ করলো, তার জন্য তিনটি মহল নির্মাণ করেন। হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তখনতো আমাদের অনেক দালান হয়ে যাবে? ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ এর চেয়েও বিশাল।

(সুনানে দারামী, ২/৫৫২, হাদিস: ৩৪২৯) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৩৩)

www.dawateislami.net

(২৪) মুসলমানদের কল্যাণ বর্ণনাকারীদের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি ১০৩ হিজরীতে মক্কা শরীফে সিজদা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন) বলেন: যখন কোন ব্যক্তি তার ইসলামী ভাইয়ের উত্তম বিষয়াবলি আলোচনা করে, তখন তার সাথে থাকা ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে যে, "তোমার জন্যও তার অনুরূপ হোক" আর যখন কেউ তার ভাইয়ের মন্দ দিক (অর্থাৎ গীবত ইত্যাদি) আলোচনা করে, তখন ফেরেশতা বলে: তুমি তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে দিয়েছ! একটু নিজের দিকে তাকাও এবং আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করো যে, তিনি তোমার (দোষ-ত্রুটি) গোপন রেখেছেন। **(তামবিহুল গাফেলীন, পৃ: ৮৮) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৫৪)**

(২৫) আমার নেকী কোথায় গেলো?

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষের নিকট তার আমলনামা খুলে দেয়া হবে, সে বলবে: আমি অমুক অমুক যেই নেকী করেছিলাম তা কোথায় গেলো? বলা হবে: তুমি যে গীবত করেছিলে সেই কারণে মুছে দেয়া হয়েছে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৩৩২, হাদিস: ৩০) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৬৩)**

(২৬) চাহিদা পুরণ করা ও অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার ফযিলত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এবং হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন; উভয়ে বলেন: যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান

www.dawateislami.net

ভাইয়ের চাহিদা পুরণের জন্য যায়, আল্লাহ পাক তাকে পঁচাত্তর হাজার (৭৫,০০০) ফেরেশতার মাধ্যমে ছায়া প্রদান করেন, সেই ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন এবং সে অবসর হওয়া পর্যন্ত রহমতে আবৃত থাকে আর যখন সে এই কাজ থেকে অবসর হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সাওয়াব লিখে দেন এবং যে অসুস্থ ব্যক্তির সমবেদনা করলো, আল্লাহ পাক তাকে পঁচাত্তর হাজার (৭৫,০০০) ফেরেশতার মাধ্যমে ছায়া প্রদান করবেন এবং ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার প্রতিটি কদম উঠানোর বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকী লিখা হবে আর তার প্রতিটি কদম রাখার বিনিময়ে তার একটি করে গুনাহ মুছে দেয়া হবে এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে, যখন সে অসুস্থ ব্যক্তির পাশে বসবে, তখন রহমত তাকে আচ্ছন্ন করে নিবে এবং নিজের ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত রহমত তাকে ঢেকে রাখবে।

(মু'জামুল আওসাত, ৩/২২২, হাদিস: ৪৩৯৬) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবতের মন্দ স্বভাব থেকে প্রাণ বাঁচান, নেকীসমূহ বাঁচান বরং আরো বৃদ্ধি করুন, নেকী বৃদ্ধির মক্কী মাদানী ব্যবস্থাপত্র গ্রহন করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হয়ে যান। ! سُبْحٰنَ الله কতইনা সৌভাগ্যবান ঐ সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা, যারা নিজের জিহ্বাকে নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং যিকির ও দরূদ পাঠে ব্যস্ত রাখে। মুসলমানের চাহিদা পূরণ করা সাওয়াবের কাজ, তাছাড়া অসুস্থ বা পেরেশানগ্রস্থ মুসলমানকে শান্তনা দেয়াও জিহ্বার এক অনন্য ব্যবহার।

www.dawateislami.net

(২৭) নাম বিকৃত করবেন না

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে তার নাম ব্যতীত অন্য কোন শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ মন্দ নামে) ডাকলো, তার উপর ফেরেশতারা লানত দিতে থাকে।

(জামে সগির, পৃ: ৫২৫, হাদিস: ৮৬৬৬) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৭০)

(২৮) অধিকাংশ গুনাহ জিহ্বা দ্বারাই হয়ে থাকে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের অধিকাংশ গুনাহ তার জিহ্বা দ্বারাই হয়ে থাকে।

(মুজামু কবির, ১০/১৯৭, হাদিস ১০৪৪৬) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৭৫)

(২৯) সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি

হযরত বিলাল বিন হারিছ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন ব্যক্তি ভালো কথা বলে দিলো, এর পরিণতি সম্পর্কে সে জানে না, এর কারণে তার জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ঐদিন পর্যন্ত লিখা হয়, যখন সে তাঁর সাথে মিলিত হবে এবং এক ব্যক্তি মন্দ কথা বলে দিলো, যার পরিণতি সম্পর্কে সে জানে না, আল্লাহ পাক এর কারণে তাঁর অসন্তুষ্টি ঐদিন পর্যন্ত লিখে দেন, যখন সে তার সাথে মিলিত হবে। **(তিরমিযী, ৪/১৪৩, হাদিস: ২৩২৬) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৭৭)**

(৩০) নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো! আল্লাহকে ভয় করো! তাঁদেরকে আমার পর লক্ষ্যবস্তু বানিও না! যে ব্যক্তি তাঁদের ভালোবাসলো, আমার প্রতি

www.dawateislami.net

ভালোবাসার কারণেই ভালোবাসলো এবং যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাই সে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, যে ব্যক্তি তাঁদের কষ্ট দিলো সে আমাকে কষ্ট দিলো, যে আমাকে কষ্ট দিলো, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিলো, যে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিলো, অচিরেই আল্লাহ পাক তাকে পাকড়াও করবেন। **(তিরমিযি, ৫/৪৬৩, হাদিস: ৩৮৮৮) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৯৬)**

(৩১) মুসলমানের সম্মান রক্ষা করার প্রতিদান

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার কোন ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করলো, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার জন্য একজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন, যে তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করবে। **(মাওসুআ লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/৩৮৫, হাদিস: ১০৫) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২১২)**

(৩২) গীবত থেকে বাধা প্রদান করার সাওয়াব

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মাংস খাওয়া থেকে তার অনুপস্থিতিতে বাধা প্রদান করে (অর্থাৎ মুসলমানের গীবত করা হচ্ছিলো সে বাধা দিলো) তবে আল্লাহ পাকের উপর হক হলো যে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়া। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, ৩/৭০, হাদিস: ৪৯৮১) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২১৩)**

(৩৩) আগুনের মধ্যে আযাব

হাদিসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি যেই বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের আগুনে সেই বস্তু দ্বারা আযাব দেয়া হবে।

(বুখারি, ৪/২৮৯, হাদিস: ৬৬৫২) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২১৯)

www.dawateislami.net

(৩৪) কুকুরের আকৃতিতে উঠানো হবে

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গীবতকারী, চুগলখোর এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের দোষ অন্বেষণকারীদেরকে আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে উঠাবেন। **(আত তাওবিখ ওয়াত তানবিহ লিল ইসবাহানি, পৃ: ৯৭, নং: ২২০। আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ৩/৩২৫, হাদিস: ১০) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২২১)**

(৩৫) অপরের কথা লুকিয়ে শোনা কেমন?

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনে অথচ তারা এই বিষয়টি অপছন্দ করে কিংবা এই বিষয়টি গোপন রাখতে চায়, তবে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। **(বুখারি, ৪/৪২৩, হাদিস: ৭০৪২) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৩৭)**

(৩৬) গীবত থেকে বাঁচার সহজতম ওযীফা

হযরত আল্লামা মাজদুদ্দিন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: যখন তোমরা কোন মজলিসে (অর্থাৎ মানুষের সাথে) বসবে তখন বলো: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد তবে আল্লাহ পাক তোমার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে তোমাকে গীবত থেকে বিরত রাখবে আর যখন মজলিস থেকে উঠবে তখন বলো: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد তখন ফেরেশতা মানুষদেরকে তোমাদের গীবত করা থেকে বিরত রাখবে।

(আল কওলুল বদি, পৃ: ২৭৮) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৪৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩৭) জাহান্নামের বিশেষ দরজা

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জাহান্নামে একটি দরজা রয়েছে, তা দিয়ে তারাই প্রবেশ করবে, যাদের রাগ কোন গুনাহ করার পরই পশমিত হয়।"

(আল ফেরদৌস বিমাছুরিল খিতাব, ১/২০৫, হাদিস: ৭৮৪) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৫০)

(৩৮) ভালো বন্ধুর পরিচয়

উত্তম সাহচর্যের ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণীর লক্ষ্য করুন: (১) ভালো বন্ধু হলো সেই, যখন তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো তখন সে তোমাকে সাহায্য করে আর যখন তুমি ভুলে যাও তখন সে স্মরণ করিয়ে দেয়। **(মাওসুআ লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৮/১৬১, নং: ৪২)** (২) ভালো বন্ধু হলো সেই, যাকে দেখলে তোমার আল্লাহকে স্মরণ হয় এবং তার কথায় তোমার আমল বৃদ্ধি পায় আর যার আমল তোমাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৫৭, হাদিস: ৯৪৪৬) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৫৭)**

(৩৯) ৫০ জন সিদ্দিকের সাওয়াব

আমিরুল মু'মিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: অচিরেই মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে যে, তখনকার মানুষের সাথে মজলিশ (বৈঠক) জৈবিক প্রবৃত্তিশূন্য হবে না। ব্যস যে ব্যক্তি সেই যুগ পাবে এবং ধৈর্যধারণ করবে আর নিজের নফসের হিফাযত করবে, তবে আল্লাহ পাক তাকে পঞ্চাশজন সিদ্দিকের সাওয়াব দান করবেন। **(তামবিহুল মুগতারিন, পৃ: ২২৫) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৫৭)**

www.dawateislami.net

(৪০) গীবতকারীর চেয়ে তো কুকুরই উত্তম

হযরত হাম্মাদ বিন যায়েদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা আমি হযরত মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তাঁর সামনে একটি কুকুর দেখে আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলাম, তখন তিনি বললেন: হে হাম্মাদ! একে ছেড়ে দাও, নিঃসন্দেহে এটি ঐ মন্দ সাথী থেকে উত্তম, যে আমার নিকট বসে মানুষের গীবত করে।

(তামবিহুল মুগতাররিন, পৃ: ২২৭) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৬৩)

(৪১) সমালোচনা বর্জনকারীর শুভ পরিণতি

হযরত শেখ সাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বুস্তানে সা'দী নামক কিতাবে উদ্ধৃতি করেন: একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত শত্রুর আলোচনাও খারাপভাবে করতেন না। যখনই কারো সম্পর্কে কিছু বলতে হতো, তখন তার মুখ থেকে ভাল শব্দই বের হত। তার মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: "مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟" অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? এ প্রশ্ন শুনে তার ঠোঁটে মুচকি হাসি এসে গেলো এবং তিনি বুলবুলির মতো সুললিত কণ্ঠে বললেন: দুনিয়ায় আমার এটাই চেষ্টা ছিলো যে, আমার মুখ দিয়ে কারো সম্পর্কে কোন খারাপ কথা যেনো বের না হয়, মুনকার-নাকিরও আমাকে কোন কঠিন প্রশ্ন করেননি এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه এভাবে আমার অবস্থা খুবই ভালো ছিলো।

(বুস্তানে সা'দী, পৃ: ১৪৯) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৬৯)

(৪২) ৬টি বিষয়ের বিনিময়ে জান্নাত

আমার জন্য ৬টি বিষয়ের জামিনদার হয়ে যাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হচ্ছি (১) যখন কথা বলবে সত্য বলো (২) যখন

www.dawateislami.net

ওয়াদা করবে তা পূর্ণ করো (৩) যখন তোমাদের নিকট আমানত রাখা হয় তা আদায় করো (৪) নিজের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করো (৫) নিজের দৃষ্টিকে নত রাখো (৬) নিজের হস্তদ্বয়কে আয়ত্তে রাখো (অর্থাৎ হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট দিওনা)। **(মুসনাদে আহমদ, ৮/৪১২, হাদিস ২২৮২১) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৭৩)**

(৪৩) জান্নাত ও দোযখে নিয়ে যাওয়ার বিষয়

যে বিষয়গুলো মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা হলো "তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র" আর যে বিষয়গুলো মানুষকে সবচেয়ে বেশি দোযখে প্রবেশ করাবে, তা হলো দু'টো গহ্বর; "মুখ এবং লজ্জাস্থান।" **(তিরমিযী, ৩/৪০৪, হাদিস: ২০১১) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৭৩)**

(৪৪) শুধু নিজের দোষত্রুটি দেখুন

যখনই অপরের দোষত্রুটি বর্ণনা করার ইচ্ছা হয়, তখনই নিজের দোষত্রুটির কথা স্মরণ করে তা দূর করার চেষ্টায় লেগে যাওয়া উচিত, আল্লাহর শপথ! এটা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার নিজের দোষ-ত্রুটি (এর প্রতি স্মরণ) অপরের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত রেখেছে। **(আল ফেরদৌসু বিমা'ছুরিল খিতাব, ২/৪৪৭, হাদিস: ৩৯২৯) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৮১)**

(৪৫) নিজের দোষ-ত্রুটিকে স্মরণ করো

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: যখন তুমি কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার ইচ্ছা করবে, তখন নিজের দোষ-ত্রুটি স্মরণ করে নাও। **(মাওসুআ লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/৩৫৭, হাদিস: ৫৬) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৮১)**

www.dawateislami.net

(৪৬) আল্লাহ পাক দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত; রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, না তার উপর অত্যাচার করে, না তাকে সঙ্গীহীন ও অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয়। যে নিজের ভাইয়ের চাহিদা পূরণ করবে, আল্লাহ পাক তার চাহিদা পূরণ করবেন। যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনের কষ্টগুলো থেকে তার কষ্ট দূর করবেন এবং যে কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, তবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। **(মুসলিম, পৃ: ১০৬৯, হাদিস: ৬৫৭৮) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৮৩)**

(৪৭) দোষ-ত্রুটি গোপন করো, জান্নাত লাভ করো

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দেখে তা গোপন করবে, তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

(মুসনাদে আবদ বিন হামিদ, পৃ: ২৭৯, হাদিস: ৮৮৫) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৮৩)

(৪৮) দুনিয়াতেই ক্ষমা করিয়ে নেয়াতে নিরাপত্তা রয়েছে

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার দায়িত্বে তার ভাইয়ের সম্মান ইত্যাদি কোন বিষয়ে জুলুম তথা অবিচার থাকে তো তার জন্য আবশ্যক যে, ঐ সময় আমার পূর্বে এখানেই তার থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া, কেননা সেখানে না দিনার থাকবে, না দিরহাম থাকবে, যদি তার নিকট কিছু নেকী থাকে, তবে তার হক অনুযায়ী এর থেকে নিয়ে তাকে দিয়ে দেয়া হবে, অন্যথায় তার গুনাহ এর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। **(বুখারি, ২/১২৮, হাদিস: ২৪৪৯) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৯৪)**

www.dawateislami.net

(৪৯) গুনাহের অপবাদ দেয়ার আযাব

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে দেখা কয়েকটি দৃশ্য বর্ণনা করে এটাও ইরশাদ করেন যে, কিছু লোককে জিহ্বা দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। আমি জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন যে, তারা মানুষের উপর বিনা কারণে গুনাহের অপবাদ দিতো। **(শরহুস সুদুর, পৃ: ১৮৪) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৯৫)**

(৫০) اَسْتَغْفِرُ الله! বলার ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ غَفَرَ لَه অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ পাক তাকে মাগফিরাত করে দিবেন (اَسْتَغْفِرُ الله! বলা মানে মাগফিরাত প্রার্থনা করা)।

(তিরমিযি, ৫/২৮৮, হাদিস: ৩৪৮১) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৯৯)

(৫১) দীদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লাভের ওযীফা

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মলফুযাতে আ'লা হযরত" (পরিপূর্ণ) এর ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভের উপায় কি?

উত্তর: রাতে এবং ঘুমানোর সময় ব্যতিত সর্বদা অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা, বিশেষ করে এই দরূদ শরীফটি ইশারের নামাযের পর একশতবার বা যতবার সম্ভব হয় পাঠ করুন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ

www.dawateislami.net

﴿اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَهٗ﴾

﴿اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ﴾

﴿اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ﴾

﴿اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ﴾

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যিয়ারত লাভের জন্য এর চেয়ে উত্তম বাক্য নেই তবে একান্তভাবে রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই পাঠ করুন, এ নিয়্যতেও যে, যিয়ারত প্রদান করা হোক, এমনিতেই তাঁর দয়া সীমাহীন।

ফিরাক্ব ও ওয়াসল ছে খাওয়াহী রেযায়ে
দোস্ত তলব কে বাশাদ আয ও ওয়াগাইরে উ তামান্নায়ী

(অর্থাৎ নিকটে ও দূরের কারণে কী আসে যায়! বন্ধুর সন্তুষ্টিই কামনা করো, তা ব্যতীত বন্ধুর নিকট অন্য কিছুর প্রত্যাশা করা নিতান্ত বোকামি)

জলওয়া ইয়ার ইধার ভি কোয়ি পেরা তেরা
হাসরাতে আট পাহার তকতি হে রাস্তা তেরা

(গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ১৬২)

(৫২) পঙ্গু ব্যক্তির গীবত

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত মুয়াবিয়া বিন কুবরা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি তোমার পাশ দিয়ে কোন পঙ্গু গমন করে আর তুমি তার পঙ্গুত্বের ত্রুটির আলোচনা করো, তবে তাও গীবত।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৭/৫৭১) (গীবত কি তাবাকারিয়া, পৃ: ২৮২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net